সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ এর

নিবেদন

জরাসন্ধের

অপর্ণা

পরিচালনা: সলিল সেন সুর: রবীন চ্যাটার্জী

সরকার প্রোডাকসন্স (প্রাঃ) লিমিটেডের
নিবেদন
জরাসন্ধ রচিত

অপর্ণা

প্রযোজনা—**দিলীপ সরকার**
কাহিনী বিন্যাস, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা—**সলিল সেন**
সুর—**রবীন চট্টোপাধ্যায়**

গীতরচনা—প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃত্য পরিকল্পনা—নৃত্যরাজ হীরালাল। চলচ্চিত্রায়ণ—কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শব্দগ্রহণ—অতুল চট্টোপাধ্যায়,নৃপেন পাল ও অনিল নন্দন। সম্পাদনা—সুবোধ রায়। শিল্প নির্দেশনা –সতোন রায়চৌধুরী। রূপসজ্জা—মদন পাঠক। প্রধান কর্মসচিব—রতন চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনা—সুরেন দাস। স্থির চিত্র—এড্‌না লরেঞ্জ। পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও। সঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনা—শ্যাম সুন্দর ঘোষ। সাজ সজ্জা—সিনে ড্রেস। প্রচার পরিকল্পনা—ধীরেন মল্লিক।

সহকারীগণ—

পরিচালনা—সরিৎ বন্দোপাধ্যায়, বিমল চক্রবর্তী, প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রায়ণ—অনিল ঘোষ। সুর—রবি রায়চৌধুরী। ব্যবস্থাপনা—বিজয় দাস, টোপ বাহাদুর। শব্দ গ্রহণ—রথীন ঘোষ, ধীরেন সরকার, যুগনন্দন। সম্পাদনা—নিমাই রায়। শিল্প নির্দেশনা—জগবন্ধু সাউ। রূপসজ্জা—তারাপদ পাইন। ক্যামেরা-তত্বাবধানে—দুর্গা রাহা, বলদেও রায়। সঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনা—জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ। সাজসজ্জা—বিষ্ণুপদ দাস ও পিয়ালী রায়। পরিস্ফুটন—অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, ফণী সরকার, অবনী মজুমদার, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোক সম্পাত—শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই শীল, হরিপদ হাইত, সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, বেণু ধর, কেষ্ট দাস। দৃশ্য সজ্জা—ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, মজেদ আলি, বিশা মহান্তি, প্রভাকর পাত্র, ভালু বারিক, পূর্ণ পাত্র, ধীরেন দাস, পঞ্চু পোরে, অক্ষয় মহারাণা, মনি সর্দার, ননী সর্দার, সন্তোষ মজুমদার, রাধানাথ নায়েক।

কণ্ঠ সঙ্গীত—আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিপ্রা বসু, গীতা মুখোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রপ্রিয় মুখোপাধ্যায়।

॥ রূপায়ণে ॥

তনুজা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়,গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, তরুণ কুমার, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, গীতা দে, গীতা নাগ, তপতী ঘোষ, অপর্ণা দেবী, রেবা দেবী, দেবারতী সেন, শীখা ভট্টাচার্য্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চৌধুরী, রমেন চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য্য, মণি শ্রীমানি, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবী নিয়োগী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, নবকুমার, অমর,যগেশ,সত্য দে,গোপেন, ননী, সুচেতা বন্দোপাধ্যায়,অজন্তা চৌধুরী, ললিত, সুনীতি, সুধাময়, প্রবীর, ডি. মতিলাল, গোবিন্দ,নির্ম্মল,ধীমান,মিন্টু সাধন, সত্য, হাসি, শচীন, সুনিলেশ, বীথি, নীলিমা, মায়া, জয়া, মলিনা, রচনা,শর্মিষ্ঠা, পোলে, সুলোচনা মিশ্র,মাষ্টার তপন,মাষ্টার অরিন্দমওশর্ম্মিলা দাস।

পরিবেশনা :—শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিমিটেড।

Monday.

কাহিনী

কেসটা কী?—খুন-টুন নাকি?

না তার চেয়ে এক কাঠি সরেস। ব্ল্যাক মেলিং। রূপের ফাঁদ পেতে রুপো ধরার ফন্দি!

জেলার মলয় চৌধুরীর মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। যেদিন তিনি একটি মেয়েকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—তুমি রাজরাণী হবে মা।

কিন্তু সেই অপর্ণা। যার শৈশব কাটে অজয়, বারীন ও আরও অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নাচ গান আর পড়াশুনা করে।

একদিন বারীন ও অজয় চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। অজয়ের মা কথা দিলেন অপর্ণার মাকে যে অপর্ণাকে তার ছেলের বৌ করবেন।

কিন্তু.....

অপর্ণার মাও আজ নেই—অজয়ের মাও। কিন্তু অপর্ণা সে কথা রাখতে চায়। অপর্ণা তার বাবার অত্যাচারে একদিন ঘর ছেড়ে কলকাতায় এল তার বারীনদার আশ্রয়ে। অপর্ণা জানতো তার বারীনদার কল্‌কাতায় বিরাট কারবার।

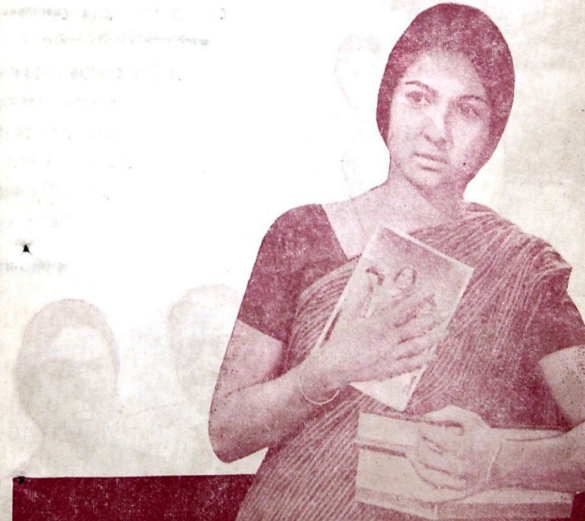

এসে সে যা দেখলো তাতে স্তম্ভিত হল। দেখলো তার বারীনদা একজন চোরা কারবারে লীডার। শরণ সিং তার সহকর্মী। এক সময় বারীনের সৎপথে উপায়ের ব্যবসায় প্রচুর টাকা আসতো—বারীনের ঐ টাকায় বহু গরীব গৃহস্থ প্রতিপালিত হত। ব্যবসা ফেল পড়ে। কিন্তু যারা তার মুখের দিকে চেয়ে জীবন ধারণ করে আছে শুধু তাদের জন্যই বারীনকে আজ এই চোরাকারীর পথ বেছে নিতে হয়েছে।

পুলিশ সবসময়ই বারীন আর শরণ সিং-এর পেছনে।

অজয়ের কোন খোঁজ পায় না অপর্ণা। অপর্ণা প্রথম প্রথম বারীনের কাজের সমালোচনা করত—কিন্তু যখন দেখে এক মহৎ উদ্দেশ্যে সে চালিত, তখন বারীনের কাজের সহায়তায় সেও এগিয়ে আসে।

এক সময় বারীন মনস্থির করে—সে এ পথ ছেড়ে দেবে। দলের অন্যান্যদের এবং তার মুখ চেয়ে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের কিছু কিছু টাকা দিয়ে সে তার খেলা শেষ করবে।

তাই সে মিথ্যা এক জলসার আসর বসায়। ষ্টেজে নাচ চলছে।—আর বারীন ধনী সভাপতি ও প্রধান অতিথির বাড়ীতে সিন্দুক ভাঙ্‌ছে।

পুলিশ এলো। প্রচণ্ড লড়াই। বারীন ধরা পড়ল। বারীনের মামলার টাকা জোগাড়ে অপর্ণা ব্ল্যাক মেল করল না চিনে অজয়কে। যে অজয়ের জন্যই তার এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা। জানল এই অজয়ই সেই অজয় যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু··· অজয়ও চিনল না তার হারিয়ে যাওয়া অপর্ণাকে। জানল একটা সাধারণ মেয়ে যে তাকে মাত্র ব্ল্যাক মেলিং করতে এসে ধরা পড়ে গেছে। আজ দায়ে পড়ে অপর্ণার নাম নিয়ে ব্ল্যাক মেলিং করতে পেছপাও নয় সে।

এটাও এক নতুন ফন্দি!

অপর্ণা···বারীন···অজয়···?

গান

(১)

॥ গান : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

বাজেরে বিষাণ বাজেরে
শব্দ তোলরে রণ দামামায়
শক্তি সেনানী ছুটে চলরে
দুরন্ত জীবনের বন্যায় ॥
বক্ষে মাতন জেগেছে,
রক্তে আগুন লেগেছে—
চক্ষে আলোর দিশা,
ভেঙ্গেছে বন্ধ নিশা—
সহস্র বিদ্যুৎ চমকায় ॥
আমাদের চোখে মুখে
ভালোবাসার আলো,
সে আলোয় যায় মুছে যায়
বিষণ্ণতার কলো।
মোরা ঐক্যতানের গান শুধু গাই
অন্য কিছু গাই না।
আমাদের কঠিন হাতে
শক্তি আছে যত
বুকেতে ততই আছে
দুঃখ জয়ের ব্রত।
ঐ বিধাতায় ভাগ্য সঁপে -
ভিক্ষা কিছুই চাই না ॥

(২)

॥ গান : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

চলতে চলতে কোন আলোর দেশে
এলাম শেষে ;
কে জানে কে জানে কে জানে ॥
চোখ যায় যতদূর
মুঠি মুঠি রোদ্দুর
স্বপ্ন ঝরায় শুধু এখানে।
ওরে উজ্জ্বল দিন ডাকে আয়রে
লগ্ন যায়রে বয়ে যায়রে,
মুক্ত বিহঙ্গরে বলনা—কেমন করে
সাড়া তাকে দিবি আজ কি গানে?
ওরে জীবনের উৎসবে আয়রে
লগ্ন যায়রে বয়ে যায়রে।
ফুলেরা পাপড়ি খুলে দেখনা দুচোখ তুলে
এ নতুন বসন্ত কে আনে।

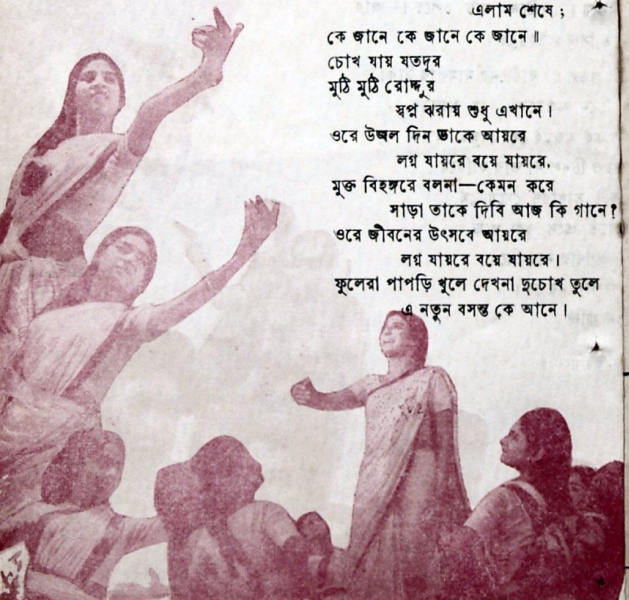

(৩)

॥ গান : প্রণব রায় ॥

মনকে বোঝে না কেউ বোঝে না
পৃথিবী জানেনা তারি ভাষা,
সুখের স্বপ্ন তাই ভেঙ্গে যায়—
মুকুলে ঝরে যায় আশা।
মালতীর মনে মনে,
জাগে যদি ভ্রমরেরো সাধ
সে কি ফুলের অপরাধ!
হায় বোঝাতে পারেনা ফুল—
কেন কাঁদে তার ভীরু ভালোবাসা।
বাসনার রঙ্গে রঙ্গে—
মন যদি হয় গো আকুল।
সে কি ক্ষণিক শুধু ভুল?
হায় পৃথিবী যে অকরুণ
পলকে মিলায় রঙ্গীন কুয়াশা ॥

(৪)

॥ গান : প্রণব রায় ॥

এই ঝিলিমিলি রাত, এই মিষ্টি হাওয়া
আমি কোথায় আর তুমি কোথায়?
বড় একা একা মন, তুমি আসবে কখন
প্রজাপতি রাত বুঝি উড়ে পালায়।
মৌবনে চঞ্চল ফাগুন এল—
মাতাল হাওয়া তারি খবর পেল।
তোমার মৌমাছি মন—কেন উদাস এমন
তুমি আসবে কখন?
মিষ্টি ফাগুন যেন আগুন জ্বালায়।
আনমনা মন আজ কেমন করে,
পতঙ্গ হয়েই শুধু জ্বলেই মরে।
সে কি হয় না আপন - যারে দিয়েছি মন
তুমি আসবে কখন?
স্বপ্ন দেখেই বুঝি—রাত চলে যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—বি. কে. সাহা, ডি. সি. সাউথ। শান্তি ভূষণ ভট্টাচার্য্য আই. জি. অফ্ প্রিজন্ (পঃ বঙ্গ)। রথীন সেনগুপ্ত, ডি. এম. চব্বিশ পরগণা। পূর্বরেল শিয়ালদহ শাখা। মেঃ এ. সরকার এণ্ড সন্স। ষ্টার থিয়েটার। দিলীপ গুপ্ত। চন্দ্রকুমার ষ্টোর্স। শীলা দে। চিত্রা পালচৌধুরী। কমল দে। অমিতাভ পালচৌধুরী। দীপ সেন। শান্তি চৌধুরী ও
গৌরমোহন ঘোষ

ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ষ্টার থিয়েটার

(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)

স্থাপিত : ১৮৮৩ ॥ ফোন : ৫৫-১১৩৯

ন-তু-ন না-ট-ক

সিনেমার মোহে এক গৃহবধূর বিপর্যস্ত জীবনের অপূর্ব আলেখ্য !

কাহিনী : আশাপূর্ণা দেবী। নাট্যরূপ ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত ॥
॥ দৃশ্য ও আলো : অনিল বসু। সঙ্গীত : কমলেশ মৈত্র। গান : পুলক বন্দ্যো

★

ঃ রূপায়ণে ঃ

অজিত বন্দ্যো, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সতীন্দ্র ভট্টা, প্রেমাংশু বসু, গীতা দে, পঞ্চানন ভট্টা, দীপিকা দাস, বাসন্তী চট্টো, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, মেনকা দাস, শিবেন বন্দ্যো, হিমানী গঙ্গুলী, শৈলেন মুখো, অশ্রু ভট্টা, সুশীল চক্র, তাপস চট্টো, আলোক দাসগুপ্ত, করুণ বন্দ্যো, কালিদাস গাঙ্গুলী, শৈলেন ভট্টা, সুশীল দে, রবীন বসু, সুশীল বসু, পঙ্কজ ভট্টা, কল্পনা মুখো, বিষ্ণু সেন, কার্তিক চট্টো, কানু চক্র, বীরেন দাস।

—এবং মুখ্য ভূমিকায়—সবিতাব্রত দত্ত ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

★

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬টায়

রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥০ ও ৬টায়